(প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ মঞ্জুরের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল ঋণ আবেদনকারীর জন্য নমুনা আবেদনপত্র)

তারিখ ঃ ....

ব্যবস্থাপক
....
....

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণ মঞ্জুরের আবেদন।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং-

১. বিআরপিডি সার্কুলার-০৮ তারিখ ঃ ১২ এপ্রিল, ২০২০,বিআরপিডি সার্কুলার-১০ তারিখ ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার নং-২২ তারিখ ঃ ৩ মে, ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার-২৫ তারিখ ঃ ১০ মে, ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার নং-২০২০-৩৫৯৫, তাং ১৪ মে, ২০২০

২. এসএমইএসপিডি সার্কুলার -০২ তাং-২০১৯, এসএমইএসপিডি সার্কুলার -০১ তারিখ ঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, এসএমইএসপিডি সার্কুলার -০২ তারিখ ঃ ২৬ এপ্রিল, ২০২০, এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০২০, বিআরপিডি সার্কুলার নং-২০২০-৩৫৯৫, তাং ১৪ মে, ২০২০

৩. এসিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ ঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২০

মহোদয়,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপরে উল্লিখিত সার্কুলার অনুযায়ী আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সার্কুলার মোতাবেক চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করছি।

ঋণ মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত

....

সংযুক্তি ঃ প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী
অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে আবেদনের সময় অবহিত করুন।

নমুনা

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
নীতি শাখা-১।

সূত্রঃ বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/(১৩)/২০২০-৩৫৯৫

তারিখঃ ১৪ মে ২০২০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-১৯)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮, ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার-০১ এবং ০৫ মে ২০২০ তারিখে জারিকৃত ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৬ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক কমর্কান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্ত শিরোনামোক্ত সার্কুলার দুটির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টর এবং সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে স্বল্প সুদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে যথাক্রমে ৩০ হাজার কোটি এবং ২০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা জারি করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার (Priority) দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। স্মর্তব্য যে, ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৬ এর ৪নং অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাধীন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যাবতীয় ঋণ নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪। বিভিন্ন সেক্টর হতে এ মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শাখায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহিতাগণ উক্ত প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের আবেদন করলেও ব্যাংক শাখাসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে না। এমন কি কোন কোন শাখা গ্রাহকের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণে অনিহা প্রকাশ করছে, এতে বর্ণিত প্যাকেজ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। এতদ্ব্যতিত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলোচ্য প্যাকেজসমূহের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা মঞ্জুরী/অনুমোদন প্রদানে ব্যাংকসমূহ অধিক সময় নিচ্ছে মর্মেও অভিযোগ রয়েছে।

৫। এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রচ্ছন্ন (deemed) রপ্তানি শিল্পে নিয়োজিত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানসহ শিল্প, সার্ভিস ও সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণপূর্বক দ্রুত উৎপাদন ও সেবা/ব্যবসা শুরু/পরিচালনা করতে পারে সে লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

৬। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোন ঃ ৯৫৩০২৬৮

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৫

তারিখঃ ১০ মে ২০২০
----
২৭ বৈশাখ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলারের ৩(খ) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে যে, সার্কুলারের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার Guidelines on Internal Credit Risk Rating System for Banks (ICRRS) অনুযায়ী সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর তথ্যের ভিত্তিতে রেটিং ন্যূনতম Marginal হতে হবে।

৩। COVID-19 প্রাদুর্ভাবের কারনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ায় ব্যাংক কর্তৃক ICRRS এর মাধ্যমে গ্রাহকের রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহিতা কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে ICRRS এর কাজ সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। বর্ণিত অবস্থায় শিল্প/সার্ভিস সেক্টরের আওতায় তাদের সার্ভিস/উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় দ্রুত চালু করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS অনুযায়ী রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন না করেও ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। তবে, প্রতিটি ব্যাংক বিদ্যমান নিজস্ব নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করবে। এক্ষেত্রে সূত্রোল্লিখিত সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত 'সংযোজনী-ক-২' এতদসঙ্গে সংযুক্ত 'সংযোজনী-ক-২' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো।

৫। এতদ্ব্যতীত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ ১২/০৪/২০২০ এ বর্ণিত অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী-বর্ণনা মোতাবেক

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮

সংযোজনী-ক-২

বিষয় ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে।

ক্রম	বিবরণী
০১	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম:
০২	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:
০৩	টেলিফোন নং:
০৪	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN):
০৫	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের BIN:
০৬	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (শিল্প/সেবা) (সাব-সেক্টরের নামসহ):
০৭	প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তারিখ:
০৮	আবেদনের তারিখ:
০৯	ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ (পরিচালনা পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/অন্যান্য) কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরী/অনুমোদন (----তম সভা এবং সভার তারিখ)ঃ
১০	প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের- (টিক চিহ্ন দিন) ☐ বিদ্যমান গ্রাহক ☐ নতুন গ্রাহক
১২	অনুমোদিত ঋণ সীমার পরিমাণ:
১৩	আবেদনকারী গ্রাহক খেলাপী কী না? (ভিত্তি তারিখসহ) (হ্যাঁ/না):
১৪	অনুমোদনের তারিখে বিদ্যমান ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরীকৃত সীমা:
১৫	প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কোন ঋণ পুনঃতফসিল হয়ে থাকলে ঋণওয়ারী পুনঃতফসিলের তারিখ ও ক্রম (পুনঃতফসিল পূর্ববতী শ্রেণীকরণের স্ট্যাটাসসহ):
১৬	ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ ইতোপূর্বে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর তিন বারের অধিক পুনঃতফসিল করা হয়েছে কি না: (হ্যাঁ/না)
১৭	অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ ইতোপূর্বে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর তিন বারের অধিক পুনঃতফসিল করা হয়েছে কি না: (হ্যাঁ/না)
১৮	সর্বশেষ (বাৎসরিক/ষান্মাসিক) Regulatory Capital এর ভিত্তিতে গ্রাহকের ঋণসীমা (আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের পর) একক গ্রাহক ঋণসীমা (Single Borrower Exposure Limit) এর মধ্যে আছে কি না? (হ্যাঁ/না): যদি না থাকে সেক্ষেত্রে একক গ্রাহক ঋণসীমা Regulatory Capital এর কত শতাংশ:
১৯	ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জামানত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার বিবরণী

[বি.দ্র. আবেদনপত্রের সাথে সার্কুলারের ৭(জ) এ বর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত মঞ্জুরীপত্র, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর স্বপক্ষে ব্যাংকের মতামতসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিশেষ সেল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়ন করে উল্লিখিত সংযোজনী প্রেরণ করতে হবে।]

স্বাক্ষর
নাম ও পদবীসহ

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২২

তারিখঃ ০৩ মে ২০২০
২০ বৈশাখ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। এক্ষণে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, উক্ত সার্কুলারের ৮(ক) নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে ঃ

“ এ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফাসহ ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (Loan Outstanding) মঞ্জুরীকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে কোনো কারণে সুদ/মুনাফা আরোপের ফলে ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি ঋণ/বিনিয়োগ সীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক তা পরিশোধিত/সমন্বিত হতে হবে; ”

৩। এতদ্ব্যতীত উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, তদারকি ও আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমে এফবিসিসিআই বা এর সদস্য চেম্বার/এসোসিয়েশনসমূহের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

৪। সার্কুলারের অন্যান্য শর্তসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ নুরুল আলম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৩৫৯

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০ | তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ২০২০ / ১০ বৈশাখ ১৪২৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য (CMSME ব্যতীত) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক সহায়তার আওতায় উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ/প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনাসমূহ জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দিবে। এ পর্যায়ে, উক্ত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৫ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে তাদের কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% অর্থ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। উক্ত স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

১) **স্কিমের নামঃ** এ স্কিমের নাম হবে "বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

২) **তহবিলের উৎসঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৩) **তহবিলের পরিমাণঃ** ১৫ হাজার কোটি টাকা।

৪) **মেয়াদঃ** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর।

৫) **সুদ/মুনাফার হারঃ** সুদ/মুনাফার হার হবে ৪.০০% (চার শতাংশ), যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ভিত্তিক) আরোপিত হবে।

৬) **ব্যাংক-ওয়ারী তহবিল বরাদ্দঃ** বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিলের বিপরীতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত অর্থ এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন পাওয়া যাবে। তবে, এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই বিআরপিডি সাকুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতার বাইরে অন্য কোনো খাতে/ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৭) **অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানঃ** এ স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণমূলক চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ স্কিমের আওতায় নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৮) **তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ** এ স্কিমের আওতায় পরিচালনাগত যাবতীয় কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯) **স্কিমের আওতায় আবেদন গ্রহণ ও পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়াঃ**

ক) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পর পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসে বিতরণকৃত মোট অর্থের ৫০% পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে হবে।

খ) পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংযোজনী-ক এবং সংযোজনী-খ মোতবেক মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বরাবরে আবেদন করবে।

গ) পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির ৫০% পর্যন্ত অর্থ এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

ঘ) কোনো ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুনঃঅর্থায়ন ঋণ/বিনিয়োগ সীমার কোন অর্থ পরিশোধিত হওয়ার পর বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় নতুন ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হলে অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এভাবে একটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ৩(তিন) বছর পর্যন্ত নিজস্ব সীমার মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

১০) **পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়াঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদ/মুনাফা প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে (প্রথম তিনটি ত্রৈমাসিকের) পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগ আদায়/সমন্বয় হলে অথবা ১(এক) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে (যেটি আগে ঘটে) সর্বশেষ ত্রৈমাসিকের সুদসহ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

১১) **অন্যান্য নির্দেশাবলীঃ**

ক) এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়নকৃত অর্থ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতা বহির্ভূত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত সুদ/মুনাফা হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এককালীন আদায় করা হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সকল পর্যায়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

গ) এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংযোজনী-গ মোতাবেক ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনে প্রেরণ করতে হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮

সংযোজনী-ক

অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা

সূত্রঃ ----------------- তারিখঃ-------------

মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় --/২০** (মাসের নাম) এ মোট ----টি ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক মোট----------- টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে, যার বিপরীতে --- তারিখে আপনাদের সম্মতিপত্র (পত্র নং------) গ্রহণ করা হয়েছিল। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে উক্ত সার্কুলারে উল্লিখিত সকল নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থায়নের বিপরীতে ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এ বর্ণিত স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের তথ্য (সংযোজনী-খ) এতদসঙ্গে দাখিল করা হলো।

এমতাবস্থায়, বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এ বর্ণিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হতে অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংযোজনী-খ এ উল্লেখিত মোট -------------------টাকা (কথায়---------------------------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানানো হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(---------------------------)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/বিদেশী
ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপারেশনের প্রধান
ফোন নংঃ

সংযোজনী-খ

১) অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

২) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা (টাকায়)ঃ

৩) বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা (টাকায়)ঃ

৪) বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (টাকায়)ঃ

৫) পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)ঃ

৬) **/২০** মাস পর্যন্ত বিতরণকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% ঃ ------- (বিস্তারিত ছক-খ(১))

ছক-খ(১)

ক্রম	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতির তারিখ ও সূত্র	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	আবেদনের তারিখে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (টাকায়)	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের ৫০% (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭) = {(৬) x ৫০%)}
			মোট			

সংযোজনী-খ এর বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:

পদবী:

অফিস ফোন নং:

মোবাইল ফোন নং:

ই-মেইল:

সংযোজনী-গ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় প্রাপ্ত ও আদায়কৃত পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য
(পূর্ববর্তী মাসের শেষ তারিখ ভিত্তিক)
ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

(পরিমাণ টাকায়)

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদেয় সীমা	বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় অত্র ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের জন্য বরাদ্দকৃত সর্বোচ্চ সীমা	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় আবেদনকৃত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ	বিগত মাস পর্যন্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১০/২০২০ এর আওতায় প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২) ={ (১) x ৫০%)}	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

সংযোজনী-গ এর বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

১২ এপ্রিল ২০২০
বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ তারিখঃ---------------------
২৯ চৈত্র ১৪২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে
সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা প্রসঙ্গে।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন।

উক্ত প্যাকেজের আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দিবে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সুদ/মুনাফার বোঝা সহনীয় করা/লাঘবের লক্ষ্যে এ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রাহক পর্যায়ে সহনীয় সুদ/মুনাফার হার কার্যকর করার লক্ষ্যে বর্তমানে চলমান সুদ/মুনাফার হার ৯.০০% এর বিপরীতে সরকার ৪.৫০% সুদ ভর্তুকী হিসেবে প্রদান করবে। এ সুবিধার আওতায় সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ/প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

১) ঋণ/বিনিয়োগ প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যবস্থাপনাঃ

এ প্যাকেজের আওতায় তফসিলি ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী/অনুমোদিত হতে হবে। তবে প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে। সরকার কর্তৃক ভর্তুকী বাবদ প্রদত্ত সুদ/মুনাফার অংশ বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয় এর একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত হবে। সরকার হতে ভর্তুকী বাবদ সুদ/মুনাফার পুনর্ভরণ গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

২) ব্যাংকওয়ারী ঋণ/বিনিয়োগের সীমা এবং মেয়াদঃ

ক) ব্যাংকিং সেক্টর কর্তৃক শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্থিতির মধ্যে স্ব স্ব ব্যাংকের অবদান এবং সম্ভাব্য ঋণ/বিনিয়োগ চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি ব্যাংক এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের নিজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করবে যা এ প্যাকেজের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগের প্রাথমিক সীমা হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত সীমার উপর ভিত্তি করে ব্যাংক তাদের ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যেহেতু আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় মোট তহবিলের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে, সেহেতু ব্যাংক কর্তৃক উক্ত সীমা নির্ধারণের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাসহ সার্বিক কার্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে উক্ত সীমা বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে;

খ) এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের স্থিতিভিত্তিক শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের বিভিন্ন সাব-সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির আনুপাতিক হারের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে হবে;

গ) এ প্যাকেজের মেয়াদ হবে ৩(তিন) বছর। তবে, কোনো একক গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের জন্য এ প্যাকেজের আওতায় সরকার হতে ভর্তুকী পাওয়া যাবে।

৩) ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

যে সকল শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠান (CMSME ব্যতীত) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধুমাত্র সে সকল প্রতিষ্ঠান এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে। এ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবেঃ

ক) খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাগণ এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত কোনো ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কোন ঋণ/বিনিয়োগ মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতোপূর্বে তিনবারের অধিক পুনঃতফসিলকৃত হলে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্য হবে না;

খ) নতুনভাবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারী (যারা এ যাবত নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে) এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা-উভয়ের ক্ষেত্রেই Guidelines on Internal Credit Risk Rating System for Banks (ICRRS) অনুযায়ী সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর (ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের আবেদনের সময় সর্বশেষ হিসাব বছর শেষ হওয়ার ছয় মাস অতিবাহিত না হলে পূর্ববর্তী হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী) তথ্যের ভিত্তিতে রেটিং ন্যূনতম Marginal হতে হবে।

৪) ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহারঃ

ক) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগের চাহিদার বিপরীতে এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে;

খ) এ প্যাকেজের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না;

গ) বিএমআরই-সহ ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোন ব্যবসা চালুর জন্য এ ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে না।

৫) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের অনুকূলে প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ সীমা ও মেয়াদঃ

ক) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ব্যাংক হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের সীমা হবে বিদ্যমান ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত/প্রদত্ত সীমার সর্বোচ্চ ৩০%;

খ) শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ব্যাংক হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করছে না সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের প্রাপ্যতা সীমা নির্ধারিত হবে। এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের সীমা হবে উল্লিখিত প্রাপ্যতা সীমার সর্বোচ্চ ৩০%;

গ) এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ একটি চলমান ঋণ/বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হবে। চলমান ঋণ/বিনিয়োগটি Working Capital under Stimulus Package নামে অভিহিত হবে এবং সিএল-২ বিবরণীতে রিপোর্ট করতে হবে। প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১(এক) বছর। আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় এ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নবায়ন করা যাবে না। তবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধাটি নবায়ন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের জন্য সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ কোন ভর্তুকী প্রাপ্য হবে না।

৬) ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হারঃ

ক) এ ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯.০০ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার অর্ধেক অর্থাৎ ৪.৫০ শতাংশ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪.৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকী হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে। এক্ষেত্রে অত্র সার্কুলারের ২(গ)নং ক্রমিকে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কোনো একক ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য সরকার হতে ভর্তুকী প্রাপ্য হবে;

খ) ঋণ/বিনিয়োগের উপর ৯ শতাংশ হারে সুদ/মুনাফা আরোপিত হলেও সরকার হতে প্রাপ্য ভর্তুকীর সমপরিমাণ অর্থ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদেয় নির্ধারিত সুদ/মুনাফা (৪.৫%) অত্র নীতিমালার ৮(ক), ৯(ক) ও ৯(খ)-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধিত না হলে সমুদয় আরোপিত সুদ/মুনাফা ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭) ঋণ/বিনিয়োগের আবেদন গ্রহণ, অনুমোদন, বিতরণ ও তদারকি প্রক্রিয়াঃ

এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য আবেদন গ্রহণ, অনুমোদন, বিতরণ ও তদারকি কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবেঃ

ক) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠান যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে ঋণ/বিনিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবে;

খ) অত্র সার্কুলারের ২নং ক্রমিকে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী এ প্যাকেজের আওতায় প্রতিটি ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগের মোট সীমা (খাত-ভিত্তিকসহ) নির্ধারিত হবে। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ উক্ত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত হলে সীমাতিরিক্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর সরকার হতে ভর্তুকী প্রাপ্য হবে না;

গ) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে- এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে তফসিলি ব্যাংক স্ব-স্ব সীমার মধ্যে নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরী/অনুমোদন প্রদান করবে;

ঘ) এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে ইচ্ছুক যোগ্য আবেদনকারীদের ঋণ/বিনিয়োগ চাহিদা স্ব-স্ব ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ সীমার অধিক হলে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার (Priority) দিতে হবে। প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়/পরিশোধিত হলে অথবা নির্ধারিত মেয়াদ এক বছর অতিবাহিত হলে (যেটি আগে ঘটে) পরবর্তীতে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে একইভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনো ব্যাংক এভাবে মোট তিন বছর পর্যন্ত এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র এক বছরের জন্য আলোচ্য ভর্তুকী সুবিধা প্রাপ্য হবে;

ঙ) প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা স্বল্প সংখ্যক গ্রাহকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না করে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান যাতে এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করতে পারে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংক সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিবে;

চ) আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত একক গ্রাহক ঋণসীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে;

ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের আওতায় 'বিশেষ মনিটরিং ইউনিট' নামে একটি ইউনিট থাকবে। এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন প্রয়োজনে তফসিলি ব্যাংকসমূহ উক্ত ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইউনিট এর তত্ত্বাবধানে যে কোন সময় এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হবে;

জ) ব্যাংকের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরী/অনুমোদন হওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর স্বপক্ষে ব্যাংকের মতামতসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী (বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপারেশনের প্রধান) এর স্বাক্ষরে 'সংযোজনী ক-১'-এ বর্ণিত ফরমেট মোতাবেক এবং 'সংযোজনী ক-২'-এ বর্ণিত তথ্যাদিসহ ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতিপত্র প্রাপ্তির জন্য ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ বরাবরে আবেদন করতে হবে। এতদ্সংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি 'বিশেষ সেল' গঠন করতে হবে এবং উক্ত সেল এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রমের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ মনিটরিং ইউনিটের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবে;

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি পত্র প্রাপ্তির পর ব্যাংক নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

ঞ) অত্র সার্কুলারের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ এর তথ্য 'সংযোজনী গ' অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে মাস শেষে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-এ প্রেরণ করতে হবে।

৮) ঋণ/বিনিয়োগ আদায় প্রক্রিয়াঃ

ক) এ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আরোপিত সুদ/মুনাফাসহ ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (Loan Outstanding) মঞ্জুরীকৃত ঋণ/বিনিয়োগ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে কোনো কারণে সুদ/মুনাফা আরোপের ফলে ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি ঋণ/বিনিয়োগ সীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক তা পরিশোধিত/সমন্বিত হতে হবে;

খ) বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকারী ব্যাংকের উপর বর্তাবে;

গ) ঋণ/বিনিয়োগ অনাদায়ে এরূপ হিসাব শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীকরণপূর্বক যথাযথ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

৯) ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার অর্থ পুনর্ভরণ প্রক্রিয়াঃ

ক) এ প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফা সার্কুলারে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আদায় হলে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর) এ সার্কুলার মোতাবেক মোট নির্ধারিত সুদ/মুনাফার অর্ধেক সরকারের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ভর্তুকী হিসেবে প্রাপ্য হবে। উল্লেখ্য, ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্য অর্থ বাদে কোনো ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি সীমার মধ্যে থাকলে সুদ/মুনাফার অর্থ আদায় হিসেবে বিবেচিত হবে;

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত সুদ/মুনাফা আরোপ করে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার অংশ আদায়পূর্বক ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকের সম্মতিপত্রসহ 'সংযোজনী-খ-১' ও 'সংযোজনী-খ-২' অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট বরাবরে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর জন্য আবেদন করবে;

গ) একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট এরূপ আবেদন যাচাইপূর্বক ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্য সুদ/মুনাফার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমা করবে;

ঘ) ঋণ/বিনিয়োগের উপর আরোপিত সুদ/মুনাফার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় অংশ অত্র নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে আদায়/পরিশোধিত না হলে সরকারের নিকট হতে সুদ/মুনাফা বাবদ ভর্তুকীর অর্থ প্রাপ্য হবে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এরূপ অর্থ গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে আরোপ করতে পারবে এবং তা গ্রাহকের দায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

১০) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতাঃ

ক) উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও এ প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ এবং প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকী হিসেবে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে।

খ) প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে।

গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা (যদি থাকে) এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালা ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

ঘ) অত্র সার্কুলারের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সুবিধার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অধিকতর নির্দেশনা জারি করবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনীঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোঃ মকবুল হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৩০২৬৮

<u>সংযোজনী-ক-১</u>

সূত্রঃ তারিখঃ

মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বিষয় ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথ অনুসরণপূর্বক আমাদের ব্যাংক এর ------ (কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান --------(প্রতিষ্ঠানের নাম) এর অনুকূলে ------- (কথায়----------) টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুর করা হয়েছে। এ পর্যায়ে, আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সম্মতি প্রদানের জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করা হলো।

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক উল্লিখিত আবেদনকারী আর্থিক প্রণোদনার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্য। আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ অনুমোদনে সম্মতি প্রদানের নিমিত্তে উল্লিখিত সার্কুলারে বর্ণিত সংযোজনী-ক-২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র/দলিলাদি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

আমরা এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, উক্ত আবেদনে বর্ণিত বক্তব্য ও সংযুক্ত সকল তথ্যাদি সত্য ও সঠিক। কোন বক্তব্য/তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে আমরা দায়ী থাকব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবী: ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপারেশনের প্রধান
ফোন নং:

<u>আবেদনের বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য</u>
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

সংযোজনী-ক-২

বিষয় ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে সহজ শর্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে।

ক্রম	বিবরণী
০১	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম:
০২	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:
০৩	টেলিফোন নং:
০৪	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের Tax Identification Number (TIN):
০৫	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের BIN:
০৬	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি (শিল্প/সেবা) (সাব-সেক্টরের নামসহ):
০৭	প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তারিখ:
০৮	আবেদনের তারিখ:
০৯	ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ:
১০	প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের- (টিক চিহ্ন দিন) ☐ বিদ্যমান গ্রাহক ☐ নতুন গ্রাহক
১২	অনুমোদিত ঋণ সীমার পরিমাণ:
১৩	আবেদনকারী গ্রাহক খেলাপী কী না? (ভিত্তি তারিখসহ) (হ্যাঁ/না):
১৪	অনুমোদনের তারিখে বিদ্যমান ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরীকৃত সীমা:
১৫	প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান কোন ঋণ পুনঃতফসিল হয়ে থাকলে ঋণওয়ারী পুনঃতফসিলের তারিখ ও ক্রম (পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী শ্রেণীকরণের স্ট্যাটাসসহ):
১৬	ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ ইতোপূর্বে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর তিন বারের অধিক পুনঃতফসিল করা হয়েছে কি না: (হ্যাঁ/না)
১৭	অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ ইতোপূর্বে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর তিন বারের অধিক পুনঃতফসিল করা হয়েছে কি না: (হ্যাঁ/না)
১৮	Guidelines on Internal Credit Risk Rating System for Banks (ICRRS) অনুযায়ী সর্বশেষ হিসাব বছরের (বছর উল্লেখসহ) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর তথ্যের ভিত্তিতে রেটিং (রেটিং এর তারিখসহ):
১৯	ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে জামানত গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার বিবরণী

[বি.দ্র. আবেদনপত্রের সাথে সার্কুলারের ৭(জ) এ বর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত মঞ্জুরীপত্র, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি, আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরীর স্বপক্ষে ব্যাংকের মতামতসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, ICRRS এর Executive Summary with Annexure ইত্যাদি) বিশেষ সেল এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়ন করে উল্লিখিত সংযোজনী প্রেরণ করতে হবে।]

স্বাক্ষর
নাম ও পদবীসহ

<u>সংযোজনী-খ-১</u>

সূত্র: তারিখ:

মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বিষয় ঃ বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮/২০২০ এ বর্ণিত আর্থিক প্রণোদনার আওতায় শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার বিপরীতে সুদ/মুনাফা ভর্তুকী প্রদান প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৮ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ০০/০০/০০০০ তারিখের পত্র নং---------- এর মাধ্যমে প্রদত্ত সম্মতিপত্রের সূত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান --------(প্রতিষ্ঠানের নাম) এর অনুকূলে ০০/০০/০০০০ তারিখে ------- (কথায়: --------) টাকা ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে (---- মাস হতে ---- মাস পর্যন্ত) ৪.৫০% হারে আরোপিত সুদ/মুনাফার পরিমাণ ------ (কথায়: ---------) টাকা, যা সার্কুলারে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী আদায়/পরিশোধিত হয়েছে।

এক্ষণে, উল্লিখিত সার্কুলারে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে উল্লিখিত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে আরোপিত ত্রৈমাসিকের সুদ/মুনাফা বাবদ উক্ত ------ (কথায়:--------) টাকা ভর্তুকী প্রদানের জন্য আপনাদের নিকট আবেদন করা হলো। উল্লেখ্য, উল্লিখিত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান --------(প্রতিষ্ঠানের নাম) এর অনুকূলে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (তারিখ:--------) মোট---------- (কথায়:--------) টাকা ভর্তুকী হিসেবে পাওয়া গিয়েছে।

আমরা এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, উক্ত আবেদনে বর্ণিত ভর্তুকীর হিসাবায়নসহ বক্তব্য এবং সংযুক্ত সকল তথ্যাদি সত্য ও সঠিক। কোন বক্তব্য/তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পাওয়া গেলে আমরা দায়ী থাকব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবী: ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী/বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপারেশনের প্রধান
ফোন নং:

সংযোজনী: ভর্তুকী প্রদানের নিমিত্তে উল্লিখিত সার্কুলারে বর্ণিত সংযোজনী-খ-২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

<u>আবেদনের বিষয়ে যে কোন যোগাযোগের জন্য</u>
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

ব্যাংকের নামঃ

------------------ তারিখ ভিত্তিক তথ্য

(যে ত্রৈমাসিকের জন্য ভর্তুকীর আবেদন করা হয়েছে সে ত্রৈমাসিকের শেষ তারিখ [৩১ মার্চ/৩০ জুন/৩০ সেপ্টেম্বর/৩১ ডিসেম্বর] ভিত্তিক)

(টাকার অংকে)

ক্রম	ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের **Tax Identification Number (TIN)**	ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের BIN	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্মতির তারিখ ও সূত্র	ঋণ/ বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	ঋণ/ বিনিয়োগ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ঋণ/ বিনিয়োগের সীমা	যে ত্রৈমাসিকের জন্য ভর্তুকীর আবেদন করা হয়েছে সে ত্রৈমাসিকের তথ্যাদি ------ মাস হতে --- মাস পর্যন্ত				ঋণ বিতরণের তারিখ হতে এ যাবত অর্থাৎ ------ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত তথ্য		
								ঋণ/ বিনিয়োগের স্থিতি	৪.৫% হারে আরোপিত সুদ/মুনাফার পরিমাণ (গ্রাহকের অংশ)	গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত সুদ/মুনাফার পরিমাণ	৪.৫% হারে আরোপিত সুদ/মুনাফার পরিমাণ (ভর্তুকীর অংশ)	৪.৫% হারে আরোপিত মোট সুদ/মুনাফার পরিমাণ (গ্রাহকের অংশ)	গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত মোট সুদ/মুনাফার পরিমাণ	ইতোপূর্বে ----- তারিখ পর্যন্ত (বিগত ত্রৈমাসিক) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সুদ/মুনাফা ভর্তুকী বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

বি.দ্র. সংযোজনী-খ-২ এর সাথে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ লেনদেন **(Loan/Investment Statement)** বিবরণী (বিতরণের তারিখ হতে হালনাগাদ) প্রেরণ করতে হবে।

স্বাক্ষর
নাম ও পদবীসহ

সংযোজনী-খ-২ এর বিষয়ে যোগাযোগের জন্য
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম :
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল:

সংযোজনী-গ

ব্যাংকের নামঃ

---/---/২০--- ভিত্তিক তথ্য

(টাকার অংকে)

ক্রম	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের **Tax Identification Number (TIN)**	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের **BIN**	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতি পত্রের তারিখ ও সূত্র	ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	ঋণ/বিনিয়োগের স্থিতি (---- তারিখ ভিত্তিক)	৪.৫% হারে আরোপিত মোট সুদ/মুনাফার পরিমাণ	গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	৪.৫% হারে আবেদনকৃত সুদ/মুনাফা ভর্তুকীর মোট পরিমাণ (টাকায়)	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুদ/মুনাফা ভর্তুকী বাবদ পুনর্ভরণকৃত মোট অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
					মোট							

স্বাক্ষর
নাম ও পদবীসহ

<u>সংযোজনী-গ এর বিষয়ে যোগাযোগের জন্য</u>
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম:
পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল: